দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 15 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৫ ...

স্কুলে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা যাবে না

■ ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতা

সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কোন ছাত্র-ছাত্রীকে বেত্রাঘাত, শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা যাবে না। কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা ক্লাস রুমে মোবাইল ফোন নিয়ে যেতে পারবে না। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শ্যামল কান্তি ঘোষ দুটি পৃথক সার্কুলারে শিশু শিক্ষার্থীদের প্রতি মানবিক ও নৈতিক আচরণ× নিশ্চিতকরণের আদেশ দিয়েছেন।

সার্কুলারে বলা হয়েছে বিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠদানের সময় কোন কোন বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে। অধিদপ্তরের সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়।

ইউনিসেফ পরিচালিত শারীরিক শাস্তি বিষয়ে বাংলাদেশি শিশুদের মতামত সীরক একটি জরিপ রিপোর্টে বলা হয়েছে বিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীকে এখনো কোন কোন স্থানে কম-বেশি বিভিন্ন ধরনের শাস্তি দেয়া হচ্ছে। শাস্তির মধ্যে রয়েছে বেত বা লাঠি দিয়ে হাতের তালুতে আঘাত করা, ধমক দেয়া, তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা, শ্রেণী কক্ষে দাঁড় করিয়ে রাখা, শরীরে বেত বা লাঠি দিয়ে মারা, চড় মারা, চুল বা কান ধরে টানা, চামড়া ধরে মুচড়ে দেয়া, কান ধরে হাঁটুর ওপর দাঁড় করে রাখা ইত্যাদি। জরিপে শিশুদের মতামতের ভিত্তিতে এটাও স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে যে, কোন অবস্থাতেই শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান গ্রহণ যোগ্য নয়। বস্তুত এ ধরনের শাস্তি শিশুদের বিদ্যালয়ের পড়া তৈরিতে মনযোগী ও উৎসাহী করে না। পরিবর্তে তাদেরকে হতোদ্যম, বিদ্যালয়ের প্রতি ভীতি সৃষ্টি ও অনাগ্রহী করে তোলে। 'পরিণামে অনেক কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রী ভয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। অর্থাৎ ঝরে পড়ে।

সার্কুলারে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়, নারী ও শিশু নির্যাতন আইন অনুযায়ী শিশুদের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

সার্কুলারে আরো বলা হয়, বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সকল শিক্ষার্থীর প্রতি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ও তিরস্কারসহ সকল অবাঞ্ছিত আচরণ থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ বিরত থাকবেন। পরিবর্তে তাদের সাথে সর্বোচ্চ মানবিক ও নৈতিক আচরণ করে ছাত্র-ছাত্রীদের সুষ্ঠ পাঠদান এগিয়ে নিবেন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অপর সার্কুলারে বলা হয়েছে, কোন শিক্ষক ক্লাস রুমে মোবাইল ফোন নিতে পারবে না। পাঠদানকালে কোন কল এলে পাঠদান ব্যাহত হয়। শিক্ষাদানে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।